শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া

সেপ্টেম্বর ২০০৯ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | ২য় বর্ষ ৫র্থ সংখ্যা

প্রিয় ভাই–বোনেরা ,
প্রণাম,

প্রিয়তম গুরুদেবের ৮৩ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিরুপ্পুরে আয়োজিত উৎসবে 'ইকোজ ইন্ডিয়া'র স্টলে অসংখ্য অভ্যাসীর সঙ্গে মিলনের মূহুর্তগুলি নিঃসন্দেহে আনন্দমুখর।

আমরা খুবই খুশী যে, ৩৫০ জনের বেশী অভ্যাসী বিভিন্ন ভাষায় 'ইকোজ ইন্ডিয়া'র নিয়মিত পাঠকের তালিকায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে।

'ইকোজ ইন্ডিয়া'র বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সহকারীদের সম্মিলিত এক আলোচনা চক্রে ইকোজের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

১২ই আগষ্ট ইউনাইটেড নেশনস্ এর আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিয়োগিতার উল্লেখ এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ পরিক্রমার মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে আয়োজিত প্রশিক্ষক মিটিং এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তানুরে মিশনের কার্যকলাপের বিবরণ, রামগড়ে (ঝাড়খন্ড) ধ্যানকক্ষের উন্মোচন, বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আমদের আশা সহৃদয় পাঠক এবারের সংখ্যাতেও আনন্দ পাবেন এবং গুরুদেব যা বলেন অর্থাৎ 'পড়ো এবং উপভোগ করো' আর 'করো এবং অনুভব করো' – তা যথাযথ কার্যকর করবেন।

শ্রদ্ধান্তে,
সম্পাদক মণ্ডলী।

চেন্নাই

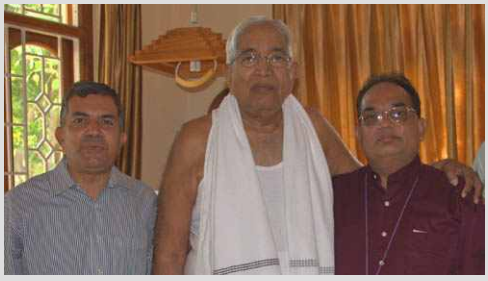

পুজ্য গুরুদেব তাঁর জন্মোৎসবের পর গত ৩রা আগষ্ট তিরুপ্পুর থেকে চেন্নাই ফিরে আসেন। বিমানবন্দরে সমবেত অভ্যাসীরা তাঁকে হার্দিক স্বাগত জানায়। বিশেষ কারণে তাঁকে বেশ কিছুদূর হেঁটে যেতে হয় এবং এই দীর্ঘ পথ আনন্দের সঙ্গে চলেন ও তাঁর গাড়ীর কাছে পৌঁছান। কি করে নিমেষের মধ্যে তিনি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন তা অভ্যাসীদের কাছে এক শিক্ষণীয় বিষয়, তা সে যত ছোট বা বড় হোক না কেন।

"ডাউন মেমারী লেন" বইতে গুরুদেব স্পষ্টভাবে জব্বলপুরে তাঁর ছোটবেলার কথা এবং ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রায়ই ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় সেইসব দিনগুলোর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। সেই কারণে ৪ঠা আগষ্ট যখন ঐ স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেটা তাঁর কাছে খুব আনন্দের ব্যাপার হয়।

জব্বলপুর ক্রাইস্ট চার্চ বয়েজ সিনিয়র স্কুলের অধ্যক্ষ মিস্টার এল ম্যাথিউ ও চার্চ অব নর্থ ইন্ডিয়ার অপর একজন সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব ও CNI স্কুলের সভাপতি জব্বলপুরের ডঃ পি সি সিং এর সঙ্গে গুরুদেব বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং তাঁর জব্বলপুরের স্কুলের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেন। পরিদর্শকরা আশ্রমের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সেখানকার আধ্যাত্মিক বাতাবরণের উল্লেখ করে নিজেদের পরিতৃপ্তি অভিব্যক্ত করেন।

৫ই আগষ্ট রাখীবন্ধনের দিন অনেক অভ্যাসী গুরুদেবের হাতে রাখী বেঁধে দেয় এবং গুরুদেব কাউকে অখুশী রাখেন নি। এমন কি 'গলফ কার্টে' সান্ধ্যকালীন ভ্রমণকালে অনেক অভ্যাসী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁকে মিষ্টি নিবেদন করে ও 'রাখী' বাঁধে।

১৩ থেকে ১৬ই আগষ্ট চেন্নাইতে অনেক অভ্যাসী সমাগম হয়। ১৩ই আগষ্ট ছিল 'কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী'। গুরুদেব ঐদিন ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। উপস্থিত অভ্যাসীরা খুব খুশী হয়। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস। স্থানীয় ছুটির দিন। গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। দক্ষ বাঁশরী বাদক ভ্রাঃ শশাঙ্ক সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের কুটিরে বাঁশরী বাজিয়ে চমক লাগিয়ে দেন। এ হেন দারুণ সুন্দর পরিবেশনা গুরুদেব উপভোগ করেন।

১৬ই আগষ্ট সকাল ৭–১০ মিনিটে ধ্যানকক্ষে উপস্থিত হন এবং ধৈর্য্য সহকারে অভ্যাসীদের জন্য অপেক্ষা করেন। ৭–২৫ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করে তিনি সৎসঙ্গ শুরু করেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষনায় জোর দিয়ে বলা হয়: "একজন অভ্যাসী হতে পারা মহান উপহার; সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারা আরও বড় উপহার, সৎসঙ্গে গুরুদেবের উপস্থিতি তুলনারহিত। কিন্তু ধ্যানকক্ষে গুরুদেব (বা প্রশিক্ষক) আসার অন্ততঃ ৩০ মিনিট আগে উপস্থিত হওয়া অভ্যাসীর অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের সফর / প্রধান কার্যালয়
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

গুরুদেবকে (বা প্রশিক্ষক) অপেক্ষমান রাখা শোভনীয় আচরণ নয়। সৎসঙ্গে বর্ষিত ঐশী উপহার গ্রহণের জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলা উচিত"। এই ঘোষনার ফল পরবর্তী সপ্তাহে চোখে পড়ে অর্থাৎ গুরুদেব আসার আগেই কক্ষ প্রায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সোয়াইন ফ্লু সংক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়ায় গুরুদেব তাঁর সফরসূচী আপাতত স্থগিত রেখেছেন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে অভ্যাসীদের ক্রমাগত যাতায়াত গুরুদেবকে যথেষ্ট ব্যস্ত করে রেখেছে। প্রশাসনিক কাজকর্ম, প্রশিক্ষক তৈরী, কটেজের কাছে অপেক্ষারত অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করা--ইত্যাদির তালিকা অগণিত। তাঁর কাজ এগিয়ে চলেছে এবং কাজের যে মান তিনি নিজের ও অপরের জন্য তৈরী করেছেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে বিশেষ করে কাজের নৈতিকতা ও ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশের কলা।

অভ্যাসীদের সঙ্গে গুরুদেবের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরা হল:

১. টাইমস অব ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত (২৩শে আগষ্ট ২০০৯, রবিবার, চেন্নাই সংস্করণ) এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চেন্নাই হাইকোর্ট সেইসব গাড়ী ও দু চাকার যানবাহন ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন যারা গাড়ী চালানোরত অবস্থায় মোবাইলে কথা বলতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গাড়ী চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে আমি নিষেধ করি। যদি কথা বলতেই হয়, তবে গাড়ী কোথাও থামিয়ে তবে কথা বলা উচিত"।

২. ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে: এক অভ্যাসী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন "যখন কেউ তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় তখন কি আপনি তাকে ক্ষমা করেন ও ভুলে যান?" উত্তরে গুরুদেব বলেন, "আমি সবসময় তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দিই, কিন্তু ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সেই ব্যক্তির উপর। সে যতক্ষণ তার স্মৃতিতে ধরে রাখবে ততক্ষণ আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়"।

৩. প্রসঙ্গ নিয়মানুবর্তীতা : "সব নিয়মানুবর্তীতার মূলেই হল আত্ম–স্বার্থ, আর সবরকম অনিয়মানুবর্তীতার কারণ হল আত্ম–প্রশ্রয়"।

ঘোষণা

খাওয়ার আগে প্রার্থনা করার জন্য গুরুদেবের অনুরোধ

মোলেনা আশ্রম, আগষ্ট ২০০৩

"আমরা আজও আমাদের খাবারের বিশুদ্ধতার বিষয়ে চিন্তিত। আমি জৈবিক বিশুদ্ধতার কথা বলছি না, অর্থাৎ যে খাবার খেলে শরীর খারাপ হবে না। আমার কথা হল আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা।

বাবুজী যে কোনও খাবারকে রসগ্রাহী ও আধ্যাত্মিকমানের করে তোলার উপায় শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন খাওয়ার আগে স্বল্প সময় ধ্যান করে খাদ্যবস্তু তোমার গুরুকে উৎসর্গ করো। আমি কিন্তু কাউকে তা করতে দেখি না। তাই একটু চেষ্টা করো। তা 'স্যান্ড উইচ' বা 'কুকি যাই হোক না কেন। এক মূহুর্ত চোখ বন্ধ করে চিন্তা করো তোমার গুরুদেব সেই খাবার খাচ্ছেন। দেখবে সেই খাবার অমৃতে পরিণত হয়েছে। তখন তা আর ভারতীয় খাবার থাকবে না। তা এমনকি আমেরিকান খাবার থাকবে না। এমনকি তা আর খাদ্যদ্রব্য নয়। তা হল অমৃত। তা সকলের জন্য। এখানে ক্রীশ্চান বা হিন্দু ও মুসলিম বা বৌদ্ধ অমৃত বলে কিছু নেই। অমৃত একমাত্র ঈশ্বরের"।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী –– ভারত

এই প্রথম ভারতের অভ্যাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার কার্যক্রম আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ২০০৯ কোলকাতা আশ্রমে অনুষ্ঠিত হবে। কার্যক্রম মূলত হবে ইংরাজী ভাষায়।

এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল নতুন ও ক্রমোন্নত কেন্দ্রগুলির অভ্যাসীদের মিশনের কাজকর্মে আরও সক্রিয় করে তোলা এবং তা শুধু তাদের অনুশীলনের দিক দিয়েই নয়, এমনকি মিশনের সবরকম কাজে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সক্রিয় করে তোলা।

এর জন্য ইউ.পি.(পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, উত্তর–পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড, উত্তরাখন্ড এবং ছত্রিশগড়ের ZIC-দের আগ্রহী অভ্যাসীদের আবেদনপত্র মনোনয়নের জন্য পাঠাতে হবে। মনোনীত ৩০–৩৫ জন অভ্যাসীদের নিয়ে প্রথম কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

রিট্রিট কেন্দ্রের সময়সূচী:

১লা অক্টোবর ২০০৯ থেকে SMSF রিট্রিট কেন্দ্রগুলির ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ভাই ও ভগিণীদের সেখানে যাবার জন্য পরিবর্তিত মাসে পৃথক ব্যবস্থা করা হবে। অক্টোবর, ডিসেম্বর ২০০৯ এবং ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল, জুন, আগষ্ট, অক্টোবর, ডিসেম্বর ২০১০ ভগিণী অভ্যাসীদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে।

অন্যদিকে নভেম্বর ২০০৯ ও জানুয়ারী, মার্চ, মে, জুলাই, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর ২০১০ অভ্যাসী ভাইদের জন্য রক্ষিত থাকবে।

যাঁরা ইতিমধ্যে অনুমতি পত্র পেয়েছেন তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে , তাঁরা যেন নতুন নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের ভ্রমণসূচীর পরিবর্তন করিয়ে নেন। প্রত্যেককে আলাদা করে ই–মেলও পাঠানো হবে। কিছু জানার থাকলে ই–মেল করুন retreat@sahajmarg.org . মনে রাখবেন রিট্রিটে বাচ্চাদের যাবার অনুমতি দেওয়া হয় না।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫র্থ সংখ্যা

CREST, ব্যাঙ্গালোর – ৩য় বার্ষিকী উদ্‌যাপন –

৯ই আগষ্ট ২০০৯এ ব্যাঙ্গালোর CREST এর তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী, প্রশিক্ষকদের নিয়ে এক সমাবেশের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হল। ৯ই আগষ্ট ২০০৬ সালে গুরুদেব ব্যাঙ্গালোর CREST এর উদ্‌ঘাটন করেন। সেই সময় প্রথম দু–সপ্তাহের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে সমাবেশের শুরু এবং মধ্যাহ্নভোজের পর তা সমাপ্ত হয়। প্রায় ১১০ জন অভ্যাসী সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। CREST এর ডিরেক্টর ভ্রাঃ আর. জগন্নাথন CREST এর বিভিন্ন কার্যক্রমের এক রিপোর্ট পেশ করেন।

'বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশনের কার্যক্রমের' উপর এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় যে সব বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন তাঁরা হলেন ভ্রাঃ ভাস্কর রাও, ভ্রাঃ কে. টি. মঞ্জুনাথ, ভ্রাঃ বি. জি. সুব্রামানিয়া।

আলোচনা পরিচালনা করেন ভ্রাঃ বি. শ্রীনিবাস। আলোচনায় নানা বিষয় উপস্থাপিত হয় এবং বিশেষজ্ঞরা সেসবের উপর নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। শ্রোতারা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেন ও তার উত্তর পান। আলোচনায় আলোকপাতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত সাধনার গুরুত্ব ও সেবার ক্ষেত্রে গুরুর কাছে পূর্ণ সমর্পণ।

এরপর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক সংগীতে বাঁশরী বাদন পরিবেশিত হয়। 'প্রকৃত মূল্যবোধে'র উপর এক ছোট নাটিকাও মঞ্চস্থ করা হয়।

সহকারী নির্দেশক ভ্রাঃ প্রমোদ জহরী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গুরুদেবের প্রতি আরও বেশী প্রেম জাগ্রত করে উদ্যমের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রত্যেকের মধ্যে এক উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়।

রামগড়ে (ঝাড়খন্ড) ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন –

৮ই আগষ্ট, শনিবার, রামগড় কেন্দ্রের অভ্যাসীদের কাছে আনন্দঘন মূহুর্তের দিন। গুরুদেবের কৃপায় শ্রী রাজনাথ তিওয়ারী ঐ ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে সহজমার্গ সাধনা করছেন। অনুষ্ঠানে ZIC শ্রী এম. ভাটনগর সহ বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সেদিন সৎসঙ্গও পরিচালিত হয়।

প্রাতঃরাশের পর প্রাথমিক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়, যেখানে চারটি মূল বিষয় অর্থাৎ ধ্যান, সাফাই, প্রার্থনা ও সতত–স্মরণের উপর আলোচনা করা হয়। ভ্রাঃ পরমানন্দ পাণ্ডে ও ভঃ আলপনা তিওয়ারী প্রশিক্ষন কার্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে রাঁচী কেন্দ্রের ভঃ অনিতা তিওয়ারী অভ্যাসীদের মধ্যে এক কুইজ পরিচালনা করেন এবং এরপর "গুরু কি"? এই বিষয়ের উপর C D দেখানো হয়।

Zone ১৭–এর প্রশিক্ষক মিটিং একই সময়ে পাশাপাশি অন্য হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিং–এ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল––প্রশিক্ষকদের ব্যবহারিক নির্দেশাবলী, যা তিরুপ্পুরে দেওয়া হয়েছিল, আঞ্চলিক রিপোর্ট সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার, কেন্দ্রের অগ্রগতির বিষয়, SMRTI কার্যক্রম, প্রশিক্ষক তৈরী, VBSE ও 'ইকোজ ইন্ডিয়া' বিষয়ক যাবতীয় জরুরী দিক। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর শিশুদের ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়। সৎসঙ্গ–এর পর আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনা চক্রে আমন্ত্রিত প্রায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৫ জন নতুন অভ্যাসী সহজ মার্গে যোগ দেন ও আরও পাঁচ জন নবাগত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুদিনের কার্যক্রমে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

গোদাবরীখনি (অন্ধ্রপ্রদেশ) – ভান্ডারা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা –

৯ই আগষ্ট ২০০৯ রবিবারে গোদাবরীখনি কেন্দ্রে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠান হয়, যেখানে প্রায় ১২৫ জন অভ্যাসী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, গুরুদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিরুপ্পুরে আয়োজিত উৎসবের অভিজ্ঞতা ও উৎসব থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা করা।

কিছু একই ধরণের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অভ্যাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নীচে দেওয়া হল :–

❖গুরুদেবের সঙ্গে কারও দেখা হল কি না হল, প্রত্যেকে নিরন্তর তাঁর আত্মিক সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পেরেছে।

❖হৃদয়ে এক গভীর আকুলতা ও ভৌতিক জগতের সবকিছুর প্রতি এক অনাসক্তভাব উৎসব থেকে ফিরে আসার পরও সঞ্জীবিত ছিল।

❖স্বল্প সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী দিয়ে বিপুল পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করা নিঃসন্দেহে এক সুদৃঢ় দল পরিচালনার নজীর সৃষ্টি করে, যা অভ্যাসীদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা পেয়েছিল। এই ধরণের দলগতভাবে কাজের উদ্দীপনা স্থানীয় কেন্দ্রগুলিতে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

❖প্রকৃত অর্থে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার আশু প্রয়োজন প্রত্যেকে অনুভব করে, যেখানে স্থানীয় বা বহিরাগত অভ্যাসীর কোনও বিশেষ পার্থক্য থাকবে না, যা তিরুপ্পুরে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫র্থ সংখ্যা

সর্বভারতীয় প্রবন্ধ রচনা কার্যক্রম : –

গুরুদেব শিশু ও যুবাদের উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যারা ভবিষ্যতের রূপকার। ১২ই আগষ্ট ২০০৯এ SRCM এর বিভিন্ন কেন্দ্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই প্রবন্ধ রচনার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ইউনাইটেড্ নেশন্স্ এর বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন ও ইউনাইটেড নেশন্স্ তথ্যকেন্দ্র (ভারত ও ভূটান) যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের মূখ্য উদ্দেশ্য হল যুবমানসকে জীবনের মূল্যবান দিক যেমন প্রেম, সহনশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা।

তথাগত প্রভেদের উর্দ্ধে গিয়ে এক মানবতাবাদ গড়ে তোলার যে লক্ষ্য তা পূরণ করার জন্য ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় এই প্রবন্ধ রচনার আয়োজন করা হয়েছিল। সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

কেরলের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১৪০ জন অভ্যাসীকে এ বিষয়ে আলুভার জোনাল আশ্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০০ স্কুল কলেজ এই প্রবন্ধ রচনায় অংশগ্রহণ করে। সুদৃশ্য পোস্টারের উপস্থাপনা এবং সহজ ও সুচিন্তিত বিষয়গুলো ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে উদ্দীপনা ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এঁদের অনেকে মিশন সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিছু স্কুল এরপর আরও কার্যক্রমের জন্য অনুরোধ করে যাতে ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধের বিষয়ে আগ্রহ জাগে। স্বেচ্ছাসেবীরা রচনাগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করতে এখন ব্যস্ত এবং সেইসঙ্গে আলুভা আশ্রমে আঞ্চলিকস্তরে মূল্যায়ণের প্রস্তুতিও চলছে। নির্বাচিত রচনা জাতীয় স্তরে মূল্যায়ণের জন্য পাঠানো হবে।

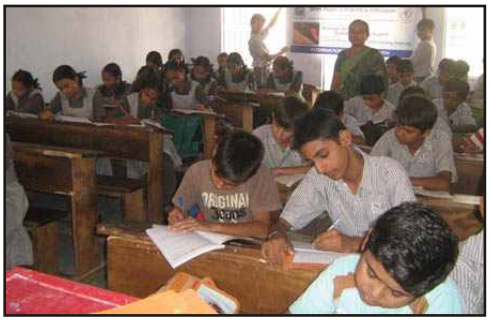

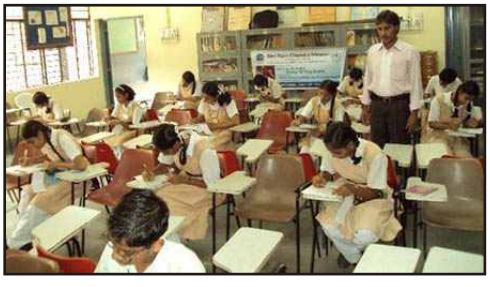

আমেদাবাদে ২০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৯৭০০ প্রবন্ধ আশা করা হচ্ছে। এগুলো সবই গুজরাটি, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় লেখা। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রকে ছ'টি ভাগে ভাগ করে, সেইমতো স্বেচ্ছাসেবীদের পরিচালনা করে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আমেদাবাদ কেন্দ্র এই প্রথম এই ধরণের উদ্যোগ নেয় এবং এখানকার খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও অংশ নিতে অনুপ্রাণিত হয়।

বরোদা কেন্দ্রের ৫৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫৭০০ ছাত্রছাত্রী এই কার্যক্রমে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছে। ২০ জন স্বেচ্ছাসেবীর সুনিপুণ পরিকল্পনা এই প্রকল্পকে রূপদান করতে সক্ষম করেছে। প্রবন্ধ রচনা ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় পরিচালিত। প্রবন্ধগুলির মূল্যায়ণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ কর্নাটকে প্রায় ৫০–৬০ জন স্বেচ্ছাসেবীর তত্ত্বাবধানে রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন–স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের এই কার্যক্রমে অংশ নেবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। প্রবল উৎসাহ–উদ্দীপনা সহকারে প্রায় ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রমে যোগদান করে। প্রবন্ধ মূল্যায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

চিত্তানুর (অন্ধ্রপ্রদেশ) কেন্দ্রের অগ্রগতি : –

অন্ধ্রপ্রদেশের মেহবুবনগর জেলায় চিত্তানুর একটি ছোট্ট গ্রাম। ১৯৯১ সালে দুজন অভ্যাসী দিয়ে শুরু করে আজ ৩৫ জন অভ্যাসী সেখানে নিয়মিত সাধনা করছে। অভ্যাসীদের অধিকাংশই দিনমজুরীতে জীবনযাপন করেন। অভ্যাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় সৎসঙ্গের

জায়গা সংকুলান হয়, ফলে দুজন অভ্যাসী সরকারের কাছ থেকে ছোট একটুকরো জমি কিনে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে তাতে (১৮ X ৩০ ফুট) মিশনের কাজকর্মের জন্য একটা হল গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। একবছর পর ঐ হল তৈরী হয়ে গেলে গুরুদেব ১৬ই আগষ্ট ২০০৯ রবিবারে সৎসঙ্গ করার অনুমতি দেন। মেহবুবনগরের অভ্যাসীদের কাছে এ ছিল এক বিশেষ দিন কারণ এটাই মেহবুবনগর জেলার প্রথম কার্যালয়– যা সম্পূর্ণভাবে মিশনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সারা জেলার ৭৫ জন অভ্যাসী ঐদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত দিন বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করেন ও সহজমার্গ বিষয়ে তাঁরা গভীরভাবে বুঝতে পারেন। একজন বক্তা যথার্থই তাঁর ভাষণে বলেন যে, চিত্তানুরের ধ্যানকক্ষ নির্মাণ এক বিরাট নিদর্শন, কারণ ন্যূনতম আর্থিক যোগানে শুধুমাত্র অভ্যাসীদের প্রেম, বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এধরণের প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

কর্মশালা – ম্যাঙ্গালোর

৯ই আগষ্ট ২০০৯ রবিবার ম্যাঙ্গালোর কেন্দ্রের ভ্রাঃ মোহনদাস ৩৫ জন অভ্যাসী নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করেন।

সৎসঙ্গের পর 'দায়িত্ব ও কর্তব্য' এর উপর গুরুদেবের এক DVD চালানো হয়। এরপর ভান্ডারাতে যোগদান ও সেখানে যে আত্মিক অবস্থা আমাদের মধ্যে গুরুদেব তৈরী করে দেন তা বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়।

চরিত্র নির্মাণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, সহজমার্গের একটি সুত্র, যেখানে বলা হয়েছে– "নিজের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলো যাতে অপরের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা জন্মে" – তা নিজেদের জীবনে আরোপ করতে হবে। লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চরিত্রে পরিবর্তন আনা উচিত।

মানবের ক্রমবিকাশে গুরুর ভূমিকা ও অভ্যাসে নিয়মানুবর্তিতার উপর আলোকপাত করা হয়। রাতে শোবার সময় প্রার্থনা করার সঠিক উপায় ব্যক্ত করা হয়। মিশনের উন্নয়নের জন্য এক গোষ্ঠিগত আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষকদের মিটিং – ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ।

প্রায় ৯ বছর পর গত ১৫ই আগষ্ট ২০০৯এ ভোপালে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হল। প্রশিক্ষকদের কার্যক্রম সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এদিন এখানে আলোচিত হয়।

- ❖প্রশিক্ষকদের নিয়মিত সাধনা ও অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হয়।
- ❖মিশনের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে ই–মেল ব্যবহারের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
- ❖SMRTI -র কাজকর্ম ও আঞ্চলিক কর্মসূচীর এক তালিকা প্রস্তুত করা হয়।
- ❖নিরাপত্তাজনিত নির্দেশগুলো, যা ২০০৮ সালে মুখ্য কার্যালয় থেকে PPT-র মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বিস্তারিতভাবে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বলা হয়।
- ❖ZIC ভ্রাঃ বিকল্প পুরো বিষয়ের উপর একবার পর্যালোচনা করেন, যেমন– CIC-র ভূমিকা, আশ্রম নির্মাণ কার্য, পুস্তকের আজীবন সদস্য জনিত বিষয়, মুক্ত আলোচনা চক্র, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষকদের মাসিক মিটিং ইত্যাদি।
- ❖ভ্রাঃ সচিন সিন্‌হার "আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা"–র উপর উপস্থাপনা ভবিষ্যৎ উন্নয়নের এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে।

ইন্দোর

৫ই জুলাই রবিবার ইন্দোর কেন্দ্রে 'মানুষের রূপান্তরের' উপর এক বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কার্যক্রমে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁদের বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ সিন্‌হা 'অন্তর্যাত্রা'র উপর বক্তব্য রাখেন যেখানে তিনি বলেন, সাধনা কিভাবে আমাদের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে। ভ্রাঃ শ্রীবাস্তব 'প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের' উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জগতের রূপান্তরে গুরুদেবের স্বপ্নের সামিল হতে বলেন। ভ্রাঃ অবিনাশ ও ভ্রাঃ রাজেশ বলেন 'গুরুর প্রতি ভালোবাসা' আধ্যাত্মিক প্রগতির দ্রুততম উপায়। স্বাভাবিকভাবে প্রেমকে ঈশ্বরমুখী করে তুলতে হবে। ছোট চলচিত্র, ক্যুইজ ও 'পাওয়ার পয়েন্ট' উপস্থাপনার মাধ্যমে ZIC ভ্রাঃ বিকল্প অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আধ্যাত্মিক প্রগতির উপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা উপকৃত হন। প্রায় ৪০০ অভাসী এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যা সাধারণ পূর্ণ দিবসের উপস্থিতির চেয়ে অনেক বেশী।

নাগপুরে (মহারাষ্ট্র) অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:–

২৮শে জুন ২০০৯এ নাগপুর কেন্দ্রে বিদর্ভ অঞ্চলের অভ্যাসীদের জন্য একদিনের SMRTI-র নতুন অভ্যাসী তৈরী করার জন্য এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। নাসিক কেন্দ্র থেকে ভগিণী অনসূয়াকে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

নাগপুর ও পার্শ্ববর্তী সাতটি কেন্দ্রের ৩০ জন অভ্যাসী এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁরা সুনিপুনভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী অভ্যাসীদের উৎসাহিত ও প্রাণবন্ত করে রেখেছিলেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে ভঃ অনসূয়া নতুন অভ্যাসীদের নানা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। শ্রোতাদের মধ্যে উৎসাহের যথেষ্ট সাড়া ছিল এবং তারা তাদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা ফীড্‌ব্যাক ফর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক বিষয় প্রশংসার দাবী রাখে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠান নিয়মিত করার জন্য অনেকে প্রস্তাব রাখেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে, একবছরের বেশী সময় অনুশীলনরত অভ্যাসীদের জন্যও এই ধরণের

পৃষ্ঠা – ৫
কার্যক্রম হওয়া উচিত।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

উত্তর কর্নাটকে মুক্ত আলোচনাচক্র: –

গত কয়েকমাসে উত্তর কর্নাটকে বেশ কিছু মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। বায়াদাগি, হাভেরি, রাণীবেন্নুর, গদাগ এবং গুলবর্গা ইত্যাদি স্থানে এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ কাশামপুরকার, ভ্রাঃ গজেন্দ্র ও ভঃ সুজাতা সহজমার্গের বিভিন্ন বিষয়ে– যেমন গুরুদেব, মিশন ও পদ্ধতির উপর বক্তব্য পেশ করেন। সার্বিক উপস্থাপনা উপস্থিত অনেককে পদ্ধতিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে।

৫ই জুলাই গুলবর্গার মাদার টেরেসা ডি.এড কলেজে ভ্রাঃ গৌতম আল্লিপুর ও ভ্রাঃ মহেশ দেশপান্ডে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রায় ১০০ জন ছাত্র অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং তাদের নানা প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হয়।

রাণীবেন্নুরের ২০ কিমি দূরে হাভেরী জেলার বায়দাগিতে MDH স্কুলে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ২৫–৩০ জন উপস্থিত শ্রোতার অধিকাংশ হলেন শিক্ষক।

সমাজে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে সহজমার্গের গুরুত্বের কথা ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তত্ত্বগত আলোচনার পর উপস্থিত শ্রোতাদের উচিত বাস্তবে এর রূপায়ণ করা।

গত ২৭শে জুন হুবলী থেকে ৭৫ কিমি দূরে হাভেরীর সমুদয় ভবনে ভঃ সুজাতা কেশব এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। প্রায় ২৫–৩০ জন আগ্রহী ব্যক্তি এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মহিলার সংখ্যা ছিল বেশী, তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল কম। দেবাংগিরি কেন্দ্রের তরুণ অভ্যাসী বিনায়কের তত্ত্বাবধানে তার অনেক স্থানীয় পরিচিত ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সহজমার্গে তার অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তন সম্বন্ধে আমদের গুরুদেবের অভিমত সাবলিলভাবে তিনি ব্যক্ত করেন। হাভেরীর তথ্য–অধিকারিক ভ্রাঃ মায়াচার সুদক্ষভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন।

রাণীবেন্নুর হাভেরী জেলার এক উল্লেখযোগ্য স্থান। হাভেরী থেকে ৪০ কিমি দূরে অবস্থিত। জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল্ নামে যুব উদ্যোগের এক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় সেখানে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ঐ সংগঠনের প্রায় ৩৫ জন সদস্য এতে যোগ দেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সহজমার্গ পদ্ধতিতে – ধ্যান। ঐ সংস্থার সভাপতি, যিনি এক জন ডাক্তার, তাঁর ভাষণে বলেন, আজকের দিনে মানবের রূপান্তরের জন্য ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা সত্যিই গ্রহণযোগ্য।

৬ই জুলাই গুলবর্গাতে ভঃ হরিকুমারী চাওদার বাড়ীতে এক ঘরোয়া সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ১৯ জন মহিলা অংশ নেন। ভঃ হরিকুমারী, ভঃ লক্ষ্মী চৌহান তাঁদের ভাষণে আধ্যাত্মিকতা কেন, সহজমার্গ কেন এবং সশরীরি গুরুর গুরুত্ব কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভঃ রামোলা চাওদা সাফাই এর উপর বক্তব্য রাখেন। সকলেই গুজরাটি ভাষায় বক্তব্য রাখেন যাতে শ্রোতাদের বুঝতে সুবিধা হয়।

"যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায় যদি কোনো কষ্ট বা জটিলতার সম্মুখীন হও অথবা কোনরকম ভাবাবেগের অসহনীয় উত্তেজনা অনুভব কর, তাহলে প্রার্থনার মাধ্যমে তা তাঁর কাছে অর্পণ কর, নিমেষে তা দূরীভূত হবে।"

Thus Speaks Babuji, Page 32

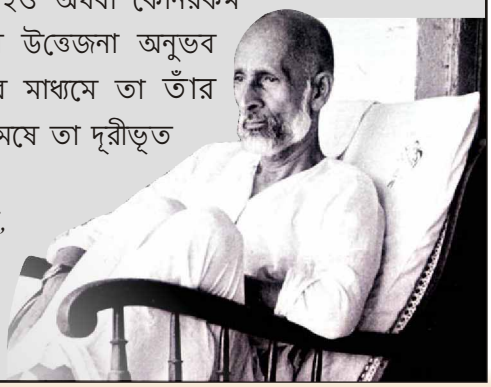

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা

VBSE কার্যক্রম – সোলাপুর, মহারাষ্ট্র

SMRTI-র সিলেবাস অনুযায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বাচ্চাদের মূল্যবোধ ভিত্তিক আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের এক নতুন উদ্যোগ সোলাপুর কেন্দ্র গ্রহণ করেছে। প্রতিমাসে একদিন একটি রবিবার এই উদ্যোগ কার্যকর করা হবে এবং তা একবছর চলবে।

১২ই জুলাই ২০০৯এ সিন্ধু বিহার এলাকার বাচ্চাদের ধ্যান কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। ভঃ সুভদা, ভঃ ছায়া, যাঁরা পেশাগতভাবে শিক্ষক, তাঁরা ঐ শিশুদের ভিডিওর মাধ্যমে নানাধরণের মূল্যবোধ যেমন কঠোর পরিশ্রম, একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব ইত্যাদির গুরুত্ব তুলে ধরেন। কিছু গল্প বাচ্চাদের সামনে পেশ করা হয় এবং তার নীতিকথা জানতে চাওয়া হলে বাচ্চারা গল্পের অন্তর্নিহিত নীতিসার এমনভাবে ব্যক্ত করে যা হয়তো বড়দের ক্ষেত্রেও ব্যক্ত করা কষ্টকর ছিল।

দৈন্দিন শারীরিক ব্যায়ামের গুরুত্ব শিশুরা অতি সহজেই মেনে নেয়। আগামীকালে স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের দ্বারা আয়োজিত শরীর চর্চা প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে অনেক শিশু তৎপর হয়।

এবারের অনুষ্ঠানে শিশুদের প্রবল আগ্রহ স্বেচ্ছাসেবীদের এ ধরণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করে যেতে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে আগামী প্রজন্ম সঠিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এইসব শিশুরা অভ্যাসী পরিবারের না হওয়া সত্বেও, তারা মিশনের প্রার্থনা ইংরাজীতে শিখে নিয়েছে।

আবাসিক ক্যাম্প – আঞ্চলিক আশ্রম, থুমকুন্টা, হায়দ্রাবাদ

যেসব অভ্যাসীরা পাঁচবছর হল অভ্যাস করছেন, তাঁদের জন্য এক আবাসিক কার্যক্রম গত ৭ই আগষ্ট থেকে ৯ই আগষ্ট ২০০৯ রবিবার পর্যন্ত আয়োজন করা হয়।

এই শিবিরের লক্ষ্য ছিল আধুনিক প্রতিযোগিতার বাতাবরণে সহজমার্গ জীবন ধারার এক গভীর পর্যালোচনা করা। নিয়মিত সাধনা করার গুরুত্বকে আরও জোরদার করে এবং ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা করে সাধানার প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা আরও গভীর করে তোলা।

১৮জন তরুণ অভ্যাসী এই শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন যাদের নিয়মিত অভ্যাস বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল বিভিন্ন কারণে – যেমন অতি–চাপযুক্ত জীবনযাত্রা, রাতের অফিস ডিউটি, মানসিকতার সমস্যা, ইচ্ছাশক্তির অভাব, অলসতা ইত্যাদি।

প্রত্যেকে আশ্রম পরিবেশে থাকাকালীন নিজেদের ভাব বিনিময়ের অবকাশ পান, যা কিনা প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজমার্গ জীবনধারার এক দৃষ্টান্ত। খোলা মনের আলোচনা তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সার্বিক প্রশান্তিময়তায় ব্যক্তিগত সিটিং পরিচালিত হয়। এই সিটিং এর সময় অনুশীলন সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের জবাব মুখোমুখি স্পষ্ট হয়ে যায়।

অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই মতপোষণ করেন যে, এই শিবিরে নানাভাবে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত সিটিং এর ফলে তারা অনেক উপকৃত হন। প্রত্যেকে তাদের ব্যক্তিগত অনুশীলন উন্নত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। সাধনার ক্ষেত্রে সচরাচর যে মানবিক শৈথিল্য দেখা দেয়, তার উপর এক ছোট্ট নাটিকা অংশগ্রহণকারীরা প্রস্তুত করেন। রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। সংগঠক ও অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ থেকে মন্তব্য পেশ করা হয়।

ওসমানিয়া মেডিক্যাল কলেজে মতবিনিময় কর্মশালা

হায়দ্রাবাদের VBSE দল গত ৪ঠা আগষ্ট ২০০৯ এ ওসমানিয়া মেডিক্যাল চত্বরে তিনঘন্টা ব্যাপী এক মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে। শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন নতুন ছাত্র ছিল। প্রথম বক্তা তাঁর ভাষণে 'জীবনদর্শন সম্পর্কে' ছোট ছোট দৈন্দিন উদাহরণ তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বক্তা জীবনে ব্যক্তিগত লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তার উপায় স্থির করার কথা বলেন। তিনি অবশ্য এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী, সাহস ও মনের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। একটা ভিডিও প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ছাত্রদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রথমে কতক সুপ্ত থাকলেও পরে তা প্রকাশ পায়। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারার জন্য যে কৃতজ্ঞতাবোধ সকলের মধ্যে সঞ্চার হয়েছিল তার কিছু অভিব্যক্তি নীচে তুলে ধরা হল :

" –– এই অনুষ্ঠান আমার জীবন বদলে দিয়েছে।"

"–– খুব সঙ্গীন সময়ে এখানে আসতে পেরেছি।"

" –– আমি কি? সমাজে আমার ভূমিকা কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

"–– আমার জীবন এক প্রশান্তময়তায় ভরিয়ে দিয়েছে।"

"-- আত্মাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারলাম।"

এ ধরণের অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে আরও করার অনেক অনুরোধ আসতে থাকে। অপরের প্রতি বেদনা অনুভব করে অন্যান্য স্কুল ও কলেজগুলিতে বিশেষকরে গ্রামে–গঞ্জে এ ধরণের অনুষ্ঠান করার অগণিত অনুরোধ আসতে থাকে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
জ্যোতির্বিন্দু
সেপ্টেম্বর ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৫র্থ সংখ্যা

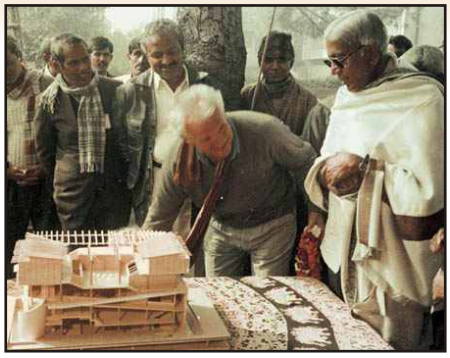

দিল্লী আশ্রম –– আর. কে. পুরম

দিল্লী কেন্দ্র ১৯৫৮ সালে স্থাপিত হলেও জাতীয় রাজধানীতে দীর্ঘদিন মিশনের কাজকর্মের জন্য কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ৬ই নভেম্বর ১৯৮৬ সালে দক্ষিণ দিল্লীর আর. কে. পুরমের সেক্টর–৪ এ ৯০০ বর্গ গজের একটা জমি SRCM দিল্লী প্রশাসনের কাছ থেকে নেয়। ভারত সরকার বিধিবদ্ধভাবে SRCM-কে যোগ শিক্ষা প্রদানের জন্য এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯শে নভেম্বর ১৯৮৬ সালে গুরুদেব তাঁর স্ত্রী ডঃ সুলোচনা (মামী) সহ ঐ স্থান পরিদর্শন করেন এবং একটি চারাগাছ রোপন করেন।

১৯৮৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীতে গুরুদেব আশ্রমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, " প্রেম কখনো অবয়বের মধ্যে থাকে না, তা বস্তুর অন্তরে বিদ্যমান। যেমন ধরো, তুমি যদি একটা জিনিস কেনো, তাহলে তার মোড়ক যত সুন্দরই হোক না কেন, আসল বস্তু নিহিত থাকে তার ভিতরে, বাইরে নয়। আধুনিক সমাজে মোড়ক হল খুলে ও ছিঁড়ে ফেলার বস্তু। ভিতরের বস্তুই আমরা আস্বাদ করি। তাই গুরুদেব যা চান, তা হল আমাদের অন্তর।"

জার্মান স্থাপত্যবিদ্ ভ্রাঃ ওটো স্টেইড্‌ল্ এই আশ্রমের নক্‌শা প্রস্তুত করেন। যদিও সব পরিকল্পনা ১৯৮৭ সালেই চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল, কিন্তু অনুমোদন না পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন সামিয়ানার নীচেই সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সেসময় গুরুদেব সফ্‌দর্‌জঙ্গ এন্‌ক্লেভে ভ্রাঃ এম. এম. কাপুরের বাড়ীতে থাকতেন এবং প্রায়ই মৃগ উদ্যানের মধ্যে দিয়ে সেখানে আসতেন। বিদেশী অভ্যাসীদের তিনি ময়ূরের মুক্ত বিচরণ দেখাতেন। একবার এক পেখম তোলা ময়ূর পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। গুরুদেব তাঁর সঙ্গের অভ্যাসীদের ময়ূরের সামনের সৌন্দর্য্য দেখাতে চাইলেন এবং বললেন, "মুখ ফেরাও" – তৎক্ষণাৎ ময়ূরটি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

স্থান সংকুলান হেতু বিল্ডিং চার ধাপে বিভক্ত করা হয়। বহিরাগত অভ্যাসীদের থাকার জন্য ভূতল কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। ১৩ই অক্টোবর ১৯৯১তে গুরুদেব এই ভূতল কক্ষে প্রথম সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ধ্যানের সময় ভূতল ও গ্যালারী বসার জন্য ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয়তলে গুরুদেবের দুই কক্ষ বিশিষ্ট আবাসন রয়েছে, যেখানে তিনি ২রা ডিসেম্বর ১৯৯২তে প্রথমবার থাকেন।

প্রথম তলায় ছাদের লোহার রড লাগানোর সময় গুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তা তত্ত্বাবধান করেন। একটা ছোট তারের খোঁচায় তাঁর আঙুলের কোনা কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাকে তিনি হালকা করে দিতে বলেন, "এটা ভালো যে আমি অল্প আঘাত পেলাম, নচেৎ এই স্থানে অন্য কাউকে অনেক আঘাত পেতে হত"।

আশ্রমের নির্মাণ চলাকালীন সৎসঙ্গে অভ্যাসীর উপস্থিতি ৪০ থেকে ৩০০ তে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৯২তে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। স্থানীয় অভ্যাসীরা যথেষ্ট অনুদান বিনিয়োগ করেন এবং তাদের কারীগরী দক্ষতা নির্মাণকার্যে প্রয়োগ করেন। গুরুদেব তাঁর উত্তর ভারত সফরকালে অবশ্যই এই আশ্রম ছুঁয়ে যেতেন (বিদেশী অভ্যাসীরাও)। ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়ামে ১৯৯৮তে গুরুদেবের জন্মোৎসবের সময় এই আশ্রম ছিল সব কাজের মূলকেন্দ্র। এখন আমাদের আরও একটা আঞ্চলিক আশ্রম আছে পালাম ফার্ম, গুরগাঁওতে, যা হরিয়ানা সীমান্তের কাছে অবস্থিত। এই আশ্রম ১৫ই জুন ২০০১এ নিবন্ধিকৃত হয়।

এই আর. কে. পুরম আশ্রম রেল স্টেশন ও পালাম বিমানবন্দর থেকে ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত। এই অবস্থানগত সুবিধার জন্য অভ্যাসীরা সৎকোল যাওয়া আসার পথে এখানে থেকে যেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.